দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ২১/০৯/২৫ (পৃষ্ঠাঃ ০৭)

# আউশ ধান আবাদে ঝুঁকছেন দিনাজপুরের কৃষক

■ স্টাফ রিপোর্টার, দিনাজপুর

আবারও কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া আউশ ধান আবাদে ঝুঁকছেন দিনাজপুরের কৃষক। আউশ ধান আবাদ করে কম সময়ে ভালো ফলন পেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন চাষিরা। ভুট্টা চাষের পর পড়ে থাকা জমিতে আউশ ধান আবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ। চলতি বছর উৎপাদন ভালো হওয়ায় আগামীতে এই আবাদ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ধানের জন্য বিখ্যাত দিনাজপুর জেলায় এক সময় প্রচুর পরিমানে আউশ ধানের আবাদ হতো। অন্যান্য ধানের চালের তুলনায় আউশ ধানের চাল বেশ সুস্বাদু হওয়ায় বেশ জনপ্রিয় ছিল এই ধান। কিন্তু পরবর্তীকালে ইরি-বোরো ধানের ব্যাপক আবাদ শুরু হওয়ায় হারিয়ে যায় আউশ ধানের আবাদ।

বর্তমানে বছরের দুইটি মৌসুমে কৃষকরা আমন ও বোরো ধানের আবাদ করে থাকেন। তবে ভুট্টা চাষিরা ফসল ঘরে তোলার পরে আলু অথবা সবজির আবাদের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত জমি ফেলে রাখেন। যে কারণে মাঝের সময়টুকু কাজে লাগাতে স্থানীয় কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে আউশ আবাদের জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা হচ্ছে। আউশ মৌসুমে আধুনিক প্রযুক্তিতে উচ্চ ফলনশীল ব্রি-ধান ৯৮, ব্রি-ধান ৪৮, বিনা-১৯ সহ বিভিন্ন জাতের ধান আবাদ করছেন কৃষকরা। এতে উৎসাহ দিয়ে আসছে কৃষি বিভাগ। এদিকে ইতিমধ্যেই আউশ ধান কাটতে শুরু করেছেন দিনাজপুরের কৃষকরা।

কৃষকরা জানান, মাত্র ১১২ দিনের মধ্যেই এই ধান ঘরে তুলতে পারছেন তারা। চলতি মৌসুমে ব্রি-ধান ৯৮ হেক্টরে ৬ মেট্রিক টন ফলন এসেছে। পাশাপাশি এই মৌসুমে ধান ও খড়ের চাহিদা ভালো থাকায় কৃষক বাড়তি লাভবান হচ্ছেন বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

দিনাজপুর সদর উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আরিফুর রহমান জানান, গত বছর ভালো ফলন পাওয়ায় এবার আউশ আবাদে ঝুঁকেছেন অনেক নতুন চাষি। আশানুরূপ ফলন পেয়ে বেশ খুশি তারা। তিনি জানান, আগামীতে আরো বেশি জমিতে আউশের আবাদ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন কৃষকরা।

দিনাজপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাসুদ তুষার জানান, দুই ফসলের জমিকে তিন ফসলে রূপান্তর করাই কৃষি বিভাগের মূল লক্ষ্য। আউশ আবাদে উদ্বুদ্ধ করতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে কৃষি প্রনোদণা বাড়ানো গেলে আউশ আবাদ আরো বাড়বে বলে মনে করছেন এই কৃষি কর্মকর্তা।

উল্লেখ্য, চলতি মৌসুমে দিনাজপুর জেলায় ৯ হাজার ৯১০ হেক্টর জমিতে আউশ ধানের আবাদ করা হয়েছে।

**দিনাজপুর :** সদর উপজেলার কর্ণাই গ্রামে আউশ ধান কাটছেন কৃষক —ইত্তেফাক